

## এক সমকামীর কথা

আমি সমকামী। জানি, সমকামী শব্দটা শুনলেই আপনাদের আনেকেরই মন ঘূণায় কুঁকরে উঠবে। আমাকে নোংরা, ময়লা, কদমাক্ত ধরণের কিছু ঠাউরে নেবেন আপনারা। চোখের সামনে বিকৃত দৃশ্য কল্পনা করবেন। আপনাদের দোষ দেই না। এরকম অনেকেই করে। তাই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে থাকি, পারতপক্ষে বাঙ্গালী জনসমাবেশ এড়িয়ে চলি - এই বুঝি কেউ জেনে ফেলে যে - আমি ‘হোমো’! জেনে ফেললে তো আর রক্ষা নাই- একে তো বাংলাদেশী (অথবা বাঙ্গালী, যাই বলুন), তার উপর আবার মুসলিম। আমাকে বিকৃত-মনা, pervert, কুৎসিৎ রুচির কতকিছু বানিয়ে ছাড়বেন তারা। হুমায়ুন আজাদ, তসলিমা, অভিজিৎ রায়, ফতেমোল্লা, কামরান মির্জা, আবুল কাশেম, জাফর উল্লাদের মত মুক্ত-মনাদের এত লেখা লিখির পর নাস্তিক, মুরতাদ, ধর্মহীন আর ধর্ম বিরোধীদের যদিও বা মুসলিম সমাজ একসেপট করে নিতে শুরু করেছে, আমাদের তো এখনও কোন গতি দেখি না। আমাদের কোন প্রতিনিধি নাই। কেউ মুখ ফুটে আমাদের কথা বলে না পর্যন্ত। যেন ‘গে’ হওয়াটা বিশাল এক অপরাধের মধ্যে পরে। এর চাইতে চোর, ছ্যাচর, বাটপার, ডাকাত বদমাশ হওয়াও ঢের ভাল।

জানেন, আমি আর দশটা শিশুর মত স্বাভাবিক ভাবেই জন্মেছিলাম - বাংলাদেশে। আর দশটা সাধারণ শিশুর মতই আমার বন্ধু বান্ধব ছিল, ছিল খেলার সাথী, সখা-সখী। স্বাভাবিক পরিবেশেই আমি বেড়ে উঠেছিলাম। কখনও কিন্তু ঘূর্ণাক্ষরেও মনে হয়নি আমি অন্যরকম। প্রথম ব্যাপারটা বুঝলাম ১২-১৪ বয়সের সময়। কৈশোরের এবয়সটা বোধ হয় আসলেই অন্যরকম। ছেলেরা এই সময়টাতেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এক ধরনের কৌতুহল অনুভব করতে থাকে। আঙ্গুলি চুটকি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, পর্গো পত্র-পত্রিকা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে, লুকিয়ে লুকিয়ে বন্ধুর বাসায় প্রথম ব্লু ফিল্ম দেখার স্বাদ বোধ হয় এই সময়টায়ই হয়। যারা আরেকটু সাহসী তারা আবার মেয়েদের গায়ে হাত-টাত দিয়েও দেখে। আমার কেন যেন এগুলো একদমই ভাল লাগত না, এগুলো শুনলেই বমি চলে আসত। মেয়েদের দেখলে কখনই উত্তেজিত হতাম ন, বরং এক ধরণের অস্বাভাবিক নিঃস্পৃহতা চলে আসত। কিন্তু ক্লাসের কিছু সুঠামদেহী ছেলেদের দেখলে আমার ভাল লাগত, অযথাই গা কেমন যেন শির শির করে উঠত। আমি প্রথম প্রথম বুঝতাম না। ভাবতাম আল্লাহ তালা বুঝি আমাকে পরীক্ষা করছেন। আর এই সময়টায় ছেলেদের মধ্যে ধর্ম ভাবও প্রবল থাকে। আমি বেশি করে নামাজ-কালাম পড়া শুরু করে দিলাম। দু-হাত তুলে রোজ রোজ মোনাজাত করতাম - আল্লাহ, তুমি আমাকে সুস্থ করে দাও। আর দশটা ছেলেদের মত স্বাভাবিক জীবন দাও। আমার মনে আছে এই সময়টায় আমি এক রাকাত নামাজও কাজা করিনি। আমার আব্বা ছিলেন মহা ধার্মিক। তার সাথে রোজ রোজ মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তাম, যদি আল্লাহ মুখ তুলে চান। কিন্তু আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন না।

আমি প্রেমে পড়লাম, এক মেয়ের; আমার ১৭-১৮ বছর বয়সে, অনেকটা বোধ হয় জোড় করেই। ভাবলাম, আমার অন্যান্য বন্ধুদের মত প্রেম টেম করলে বোধ হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের এলাকায় একটা মেয়ে, বোধ হয় আমাকে আগে থাকতেই তার একটু আধটু ভাল লাগত - সরাসরি গিয়ে প্রেম নিবেদন করে ফেললাম। মেয়েটাও রাজী হয়ে গেল। আর এটাই বোধ হয় আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে গেল। প্রথম প্রথম প্রেম করার উত্তেজনার জন্য সময়টা ভাল কাটলেও, পরে আস্তে আস্তে সব নিরস হয়ে যেতে থাকল। এটা স্বাভাবিকই। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণবোধ আর দশটা relationship এ থাকে তা তো আর আমাদের মধ্যে ছিল না। মেয়েটা একসময় বলে পর্যন্ত দিল - তুমি যেন কেমন! পুরুষদের যে সহজাত আগ্রাসীভাব থাকে তা তোমার নাই - কেমন যেন ম্যাদামারা। আমি মনে মনে বললাম, ‘কি করব, তোমার শরীর তো আমায় আকর্ষণ করে না, তোমার দেহের বাঁক, সুললিত তনু আমাকে কাছে টানে না, দূরে ঠেলে দেয়। যেগুলোর স্বাদ অন্য পুরুষেরা পেলে ধন্য হয়ে যেত, সেগুলোই আমার অন্তরায়।’ মনে বললেও মুখে তো আর বলতে পারি না। আফটার অল পুরুষ মানুষ। ‘ম্যাদামারা’ কেউ বললে তো তা পুরুষত্বের অপমান। আমি জোড় করে নিজেকে ‘পুরুষ’ প্রমাণ করার জন্য উঠে পরে লাগলাম। অযথাই জোড়-জররদস্তি শুরু করলাম, হুট-হাট প্রেয়সীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতাম, বিছানায় জাপটে ধরতাম। কিন্তু এ ভাবে তো আর একটা অস্বাভাবিক বিষয়কে স্বাভাবিক করা যায় না। একে তো আমার মেয়েটার প্রতি আকর্ষণ কমছিল, আর অন্য দিকে ছেলেদের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়েই চলছিল। আমার তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। কতদিন মনে আছে, রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আল্লাহকে ডেকেছি, মনে মনে বলেছি - আল্লাহ পরওয়ার দিগার... তুমি যদি আমাকে পৃথিবীতে পাঠাবেই, তবে এভাবে পাঠালে কেন? কেন তুমি আমার প্রেয়সীর ভালবাসার বদলে পুরুষদের প্রতি ভালবাসায় আমার বুক ভরে দিলে? কি অপরাধ ছিল আমার? উত্তর পাইনি।

উত্তর পেয়েছিলাম আসলে অনেক পরে, আমেরিকায় এসে। এর মধ্যে বাংলাদেশে দু-দুবার আমি আমার অভিশপ্ত পঙ্গু জীবনের জন্য নিজীকেই দায়ী করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালাই, ঘুমের ঔষধ খেয়ে। যাদেরকেই আমি আমার সমস্যার কথা বলেছিলাম, সবাই আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতেই তাকাতো। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আসাদকে যখন আমার এই সমস্যার কথা প্রথম বলেছিলাম - আমার মনে আছে কি বাঁকা চোখে, ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল, আমার সাথে মেলামেশা পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। এক নাম করা সাইক্রিয়াটিস্টকে দেখিয়েছিলাম দেশে। উনিও আমাকে ‘অসুস্থ’ ঠাউরে বিভিন্ন ঔষধপত্রের বন্দোবস্ত করে দিলেন। ওই ঔষধ খেয়ে ১২-১৪ ঘন্টা পরে পরে ঘুমানো ছাড়া আর কোন উপকার হয় নি। ধীরে ধীরে আমি বুঝেছিলাম, এই সমাজে আমি কতটা অপাংক্তেয়, কতটা ঘৃণিত!

আমার ভুল ভাংলো আমেরিকায় এসে। দেখলাম এখানে আমার মতই অনেকে আছে, কিন্তু তারা লুকিয়ে ছাপিয়ে চলে না। এমন একজন ইহুদী গে বন্ধুর সাথে আমার বেশ খাতির হয়ে গেল। আমার দুঃখের কথা শুনে আমাকে এক

সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে নিয়ে গেল। উনি সব শুনে হেসে বললেন, না তুমি অসুস্থ নও, অপাংক্তেয়ও নও, তোমার sexual orientation আসলে অন্যরকম। এধরনের অনেক মানুষ এ পৃথিবীতে আছে, তারা কেউই অসুস্থ নয়। সাইক্রিয়াটিস্ট বললেন, আগে আমরাও বাংলাদেশের ডাক্তারদের মত হোমোসেক্সুয়ালিটিকে ভাবতাম a form of mental illness এবং আমরা নানাভাবে এগুলোর চিকিৎসা করতাম, কখনও estrogen injection দিয়ে, এমনকি কখনও ইলেকট্রিক শক দিয়ে। এতে করে আমরা দেখেছি কাজের কাজ কিছুই হয় না। বরং হিতে বিপরীতই হয়। অনেক সময় থেরাপী দিয়েও দেখেছি - ফল হয় না। উনি Richard Isay র Being Homosexual বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখালেন -

Kinsey and his co-workers for many years attempted to find patients who had been converted from homosexuality to heterosexuality during therapy, and were surprised that they could not find one whose sexual orientation had been changed. When they interviewed persons who claimed they had been homosexuals but were now functioning heterosexually, they found that all these men were simply suppressing homosexual behavior. . .

আমাকে উনি অনেকদিন ধরে বোঝালেন, আমি মোটেই অসুস্থ নই, দিব্যি সুস্থ সবল ভাল মানুষ। আমারো আর দশ জন সাধারণ মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকার আছে, আছে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরাবার। আমারো সমকামী দিসেবে পরিচয় দেবার অধিকার আছে যেমনি অন্য সবার আছে মুসলিম, হিন্দু, নাস্তিক, বাঙ্গালী, কাস্মিরি ইত্যাদি বলে পরিচয় দেবার। আমারও অধিকার আছে মনের মত কাউকে লাইফের পার্টনার বেছে নেবার, হতে পারে সে পুরুষ কিংবা মহিলা। আমারও অধিকার আছে সমাজে সাধারণভাবে মেলামেশার।

এই প্রথম আমার জীবনে মনে হল - আমি মানুষ। আল্লাহর/প্রকৃতির গড়া পৃথিবীটা সত্যিই সুন্দর।

মুক্ত-মনারা বাঙ্গালী সমাজের প্রগতিশীল অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। নাস্তিকদের অধিকার নিয়ে, নারীদের অধিকার নিয়ে, পাহাড়ী উপজাতিদের অধিকার নিয়ে আপনারা অনেক লিখেছেন। আমাদের কথা লিখতে আপনাদের কেউ সাহস করে এগিয়ে আসবেন কি?

ধন্যবাদান্তে,

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সমকামী পুরুষ